ইস্যু নং: ০৯
২৫ মে ২০০৮
দাম: ৫ টাকা

The Pitribhumi
পিতৃভূমি
ভূমি আগ্রাসন প্রতিরোধ ছাত্র-যুব কমিটির মুখপত্র

Rebellion to a tyrant is obedience to God
-Thomas Jefferson

সম্পাদকীয় নোট

অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

২৩ মে প্রথম আলো ও পূর্বকোণে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা যায় খাগড়াছড়িতে ছড়া, নালা ও লেকের অবৈধ দখলমুক্ত করতে বৃহস্পতিবার থেকে (২২ মে) উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়েছে। জেলার ভূমি কর্মকর্তা এটিএম কাউছার হোসেন ও ম্যাজিস্ট্রেট আবুল আমিন ওই অভিযোনের নেতৃত্ব দেন। প্রথম দিনে খাগড়াছড়ি পৌরসভা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কার্যালয়সহ পাঁচটি চিহ্নিত স্থানে অবৈধ দখল উচ্ছেদ করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসক তথা সরকারের কাছে আমাদের প্রশ্ন পানছড়ি, মহালছড়ি, মাইসছড়ি, দিঘীনালার মেরুং, চংড়াছড়ি, কবাখালি, দুইটিলা, তিনটিলাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় পাহাড়িদের জায়গাজমি বেদখল করে অবৈধভাবে যে সব ঘরবাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে সেগুলো কবে ভেঙে দেয়া হবে এবং বেদখলদারদের বিরুদ্ধে আদৌ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা? সরকারের এ ধরনের দ্বৈত নীতি অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত।

"সাজেক হামলা যুদ্ধ ঘোষণার সামিল"

-সারভাইভাল ইন্টারন্যাশন্যাল

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন সারভাইভাল ইন্টারন্যাশনাল-এর ডিরেক্টর স্টিফেন কোরি সাজেকে পাহাড়ি গ্রামে সেনা সেটলার হামলাকে যুদ্ধ ঘোষণার সামিল বলে উল্লেখ করেছেন।

২৪ এপ্রিল ২০০৮ এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, "বাংলাদেশ স্পষ্টতই পার্বত্য চট্টগ্রামের মাটি চায়, মানুষ চায় না। এ গ্রামগুলোর ধ্বংস-সাধন হলো ফৌজদারী মানবাধিকার লঙ্ঘন, এক ব্যাপক মানবিক ট্র্যাজেডি ও যুদ্ধ ঘোষণার সামিল। কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক চাপ এ ধরনের ঘটনা রোধ করতে পারে। নীরব কূটনীতি এতে কোন কাজ দেবে না।"

সারভাইভালের বিবৃতিতে বলা হয় সেটলাররা গত রবিবার বাংলাদেশ আর্মির সহায়তায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের সাতটি গ্রাম পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে। এ হামলায় নারী ও শিশুসহ জুম্ম গ্রামবাসীদের মারধর করা হয় ও তাদের মালামাল লুট করা হয়। একশ বাড়ি ধ্বংস করে দেয়া হয়। গ্রামবাসীরা পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে পালিয়ে যায়।

বিবৃতিতে বলা হয়, "বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামের সাজেক এলাকায় বাঙালি সেটলারদের নতুন দল নিয়ে এসে নতুন বসতিস্থাপন কর্মসূচী শুরু করেছে। সেটলারদের জন্য বাড়ি নির্মাণের ফলে সেটলার ও পাহাড়িদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে।

"গত ষাট বছরে পার্বত্য চট্টগ্রামে হাজার হাজার সেটলারকে নিয়ে আসা হয়; এতে এগারটি জুম্ম জাতিসত্তার লোকজন উৎখাত হয় ও তারা সহিংস নির্যাতনের শিকার হন।"

সারভাইভালের বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয় যে, "১৯৯৭ সালে সরকার ও পাহাড়িদের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যাতে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা থেকে সেনা ক্যাম্প সরিয়ে নেয়া ও সেটলার-সেনাবাহিনী কর্তৃক পাহাড়িদের জমি কেড়ে নেয়া বন্ধ করার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। চুক্তিতে আশার সঞ্চার হয়, কিন্তু সামরিক ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রামে থেকে যায় এবং সহিংসতা ও ভূমি বেদখল অব্যাহত থাকে। ২০০৭ সালের জানুয়ারি বাংলাদেশে জরুরী অবস্থা জারির পর থেকে অধিকার হরণ বৃদ্ধি পেয়েছে"।

সাজেক হামলার প্রতিবাদ জানিয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের "আদিবাসী" শিক্ষার্থীরা

গত ২০ এপ্রিল সাজেকের পাহাড়ি গ্রামে বর্বর হামলার প্রতিবাদ জানিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সংখ্যালঘু জাতিসত্তার শিক্ষার্থীবৃন্দ। শিক্ষার্থীদের পক্ষে মেকসুয়েল চাকমা, হরেন্দ্রনাথ সিং, সুকিরণ চাকমা, কৃতি বিজয় চাকমা, চিংলো মং মারমা ও অর্ধেন্দু চাকমা স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এই নিন্দা জানানো হয়।

সাজেকে পাহাড়িদের উপর হামলা সকল বর্বরতাকে হার মানিয়েছে উল্লেখ করে বিবৃতিতে তারা বলেন, "কয়েক মাস আগে থেকে বাঘাইহাট হতে সাজেক সড়ক ধরে বিভিন্ন স্থানে বাঙালীরা বসতিস্থাপন শুরু করে। অথচ এসব জায়গায় আদিবাসীদের বসবাস অনেক আগে থেকে।"

"এই জমি পাহাড়িদের সম্প্রদায়গত সম্পত্তি" বলে তারা দাবি করেন। কিন্তু প্রশাসন এ জমি বেদখলের জন্য বহিরাগত সেটলারদেরকে মদদ দিচ্ছে বলে তারা অভিযোগ করেন।

বিবৃতিতে সংখ্যালঘু জাতিসত্তার শিক্ষার্থীরা পার্বত্যবাসীর ভূমি সমস্যার স্থায়ী সমাধান, পাহাড়িদের আত্মনিয়ন্ত্রণগত ভূমি অধিকার প্রদান এবং পাহাড়িদের উপর নৃশংস হামলাকারীদের উপযুক্ত শাস্তি ও ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেয়ার দাবি জানান।

সাজেক ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়ে পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টার কাছে লর্ড এভিবুরির চিঠি

বৃটিশ কমন্স সভার সাবেক সদস্য ও যুক্তরাজ্যের সংসদীয় মানবাধিকার দলের

সহসভাপতি লর্ড এরিক এভিবুরি গত ২৬ এপ্রিল সাজেকে সেনা সেটলার হামলার ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়ে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা ইফতেখার আহমেদ চৌধুরীর কাছে একটি চিঠি দিয়েছেন।

চিঠিতে তিনি বলেন, "রাজা দেবাশীষ রায়ের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামের দায়িত্ব হস্তান্তর করার আমি আপনাকে সাধুবাদ দিচ্ছি। তবে আমার হাতে তার ইমেইল ঠিকানা না থাকায় আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি যেন আমার এই চিঠিটি তাকে ফরওয়ার্ড করে দেন।

"প্রথমত, আহমেদ জিয়াউদ্দীন কর্তৃক লেখা বৌদ্ধ বিহারের ওপর হামলার উত্তেজক বর্ণনা প্রসঙ্গ, যার একটি কপি আমি আপনাকে গত ২৪ জানুয়ারী পাঠিয়েছি। আপনার রেফারেন্সের সুবিধার জন্য আর এক কপি এর সাথে সংযুক্ত হলো। "দ্বিতীয়ত, আমি ২য় পাতায় দেখুন

নান্যাচরে দিদারুল আলমের ব্যবসার নতুন কৌশল।

দিদারুল আলম নান্যাচরের একজন ব্যবসায়ী। তার বাড়ি চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার নাজিরহাটে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন থানায় তার গমের ব্যবসা ফেল করার পর সে সেনাবাহিনীর সহায়তায় নান্যাচরে অবস্থান নেয়। নান্যাচর জোনের সাথে তার দহরম মহরম সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বলতে গেলে জোনের সেনাদের ছত্রছায়ায় তার গম চালের ব্যবসা চালু রাখে। ১৯৯৩ সালে ১৭ নভেম্বর নান্যাচরে যে গণহত্যা সংঘটিত হয় তাতে সে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ গণহত্যায় অর্ধশত পাহাড়ি প্রাণ হারান।

তার ব্যবসার ধরণ হলো সেনাদের সাথে তার সম্পর্ককে ব্যবহার করে ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের জন্য বরাদ্দকৃত সরকারী চাল গম তার কাছে সস্তা দরে বিক্রি করতে বাধ্য করা। বর্তমানে চালের মূল্য যেখানে ৩০/৩৫ টাকা সেখানে ইউনিয়ন পরিষদের জন্য বরাদ্দকৃত চালগুলো সে ১২ টাকা ৫০ পয়সা দরে কিনে নেয়। মেম্বার-চেয়ারম্যান কিংবা সাধারণ লোকজন কেউ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে না। সে তাদেরকে সেনাবাহিনী ও পুলিশের ভয় দেখায়। ঐ দামে তার কাছে সরকারী বরাদ্দকৃত চাল বিক্রি করা না হলে মেম্বার চেয়ারম্যানদেরকে সে সেনা-পুলিশ দিয়ে জেলে ঢোকানোর হুমকি দেয়। ফলে ঝামেলা এড়ানোর জন্য মেম্বার চেয়ারম্যানদেরকে দিদারুল আলমের কথায় ২য় পাতায় দেখুন

সাজেক-এ জোর করে বাজার বসানোর চেষ্টা

গত ১ মার্চ ২০০৮ বাঘাইহাট থেকে একদল সেনা সদস্য সীমান্তবর্তী অঞ্চল সাজেক গিয়ে ঘোষণা দেয় যে তারা রুইলুই নামক স্থানে একটি বাজার বসাবে। সবাইকে সেই বাজারে যেতে হবে। না গেলে শাস্তি অনিবার্য।

সেনারা রুইলুই মৌজার হেডম্যান লাল থাং পাকুয়া ও কমলাক মৌজার হেডম্যান সুমিত্রাং পাকুয়াকে রুইলুই বিডিআর ক্যাম্পে ডেকে বলে তারা যেন চাকমাদের ঐ বাজারে দোকান দিতে রাজী করায়। "চাকমারা যদি দোকান না দেয়, তাহলে অন্য এলাকা থেকে বাঙালি দোকানদার নিয়ে আসা হবে" বলে সেনারা হুমকি দেয়।

সাজেক-এ নিরীহ গ্রামবাসী আটক

সিএইচটি নিউজ ডট কম

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ সাজেক ইউনিয়নের রুইলুই ক্যাম্পের বিডিআর সদস্যরা তালছড়া গ্রামের প্রধান নিবারণ কার্বারীকে (বয়স ৪৮, পীং লখীবান কার্বারী) গ্রেফতার করে। ইঁদুর বন্যার কারণে সৃষ্ট খাদ্যাভাবের প্রেক্ষিতে রিলিফ দেয়া বলে তাকে ক্যাম্পে ডেকে আটক করা হয়। বিডিআর সদস্যরা তার ওপর অকথ্য শারীরিক নির্যাতন চালায়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি গণতান্ত্রিক দল ইউপিডিএফ সদস্যদের সাহায্য করে থাকেন। কিন্তু ইউপিডিএফ সদস্যদের সাহায্য দেয়া বাংলাদেশের কোন আইনে অপরাধ তা বিডিআর বলেনি। বিনা কারণে নিরীহ লোকজনকে মারধর করা তাদের যেন কু-অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

সাজেক-এ ইউপিডিএফ সদস্য আটক

সিএইচটি নিউজ ডট কম

গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ সেনা সদস্যরা চিঙ্গিগালা চাকমা (২৫) পীং ওপ মোহন চাকমা নামে এক ইউপিডিএফ সদস্যকে আটক করেছে। এ সময় তিনি গঙ্গারাম হালাইছড়া ভোটার রেজিস্ট্রেশন সেন্টারে ছবি তোলার পর বের হয়ে আসছিলেন। তার বাড়ি সাজেক ইউনিয়নের কজইছড়ি গ্রামে।

আটকের পর পরই সেনারা তাকে আর্মি ড্রেস পরিয়ে বিভিন্ন এলাকায় নিয়ে যায়। পরে তার হাতে একটি গাদা বন্দুক ধরিয়ে দিয়ে বাঘাইছড়ি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয় বলে জানা গেছে। তবে তার বিরুদ্ধে কি মামলা দেয়া হয়েছে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে ইউপিডিএফ সদস্য ও নিরীহ লোকজনকে আটকের পর হাতে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে সন্ত্রাসী হিসেবে চিত্রিত করা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশোশনের জন্য সেনারা এটা করে থাকে বলে মনে করা হয়।

সাজেক সংবাদ

সাজেক-এ আরেক নিরীহ ব্যক্তি প্রহৃত

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি রুইলুই ক্যাম্পে দাড়ি আদায়ের মন মোহন চাকমা পীং মৃত কালি কুমার চাকমা নামে ৬০ বছরের এক বৃদ্ধ শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তার বিরুদ্ধে ইউপিডিএফ সদস্যদের সহযোগিতা করার অভিযোগ আনা হয়।

সূত্র জানায়, তাকে সাজেকে রুইলুই ক্যাম্পে ডাকা হয়। নির্দিষ্ট সময়ে ক্যাম্পে হাজির হলে বিডিআর সদস্যরা তাকে আর্মিদের হাতে তুলে দেয়। এরপর সেনারা তার ওপর অকথ্য শারীরিক নির্যাতন চালায়। পরে রুইলুই মৌজার হেডম্যান লাল থাং পাকুয়া ক্যাম্পে গিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন। সাজেক এলাকায় একদিকে চরম খাদ্যাভাব ও অন্যদিকে সেনা-বিডিআরের নির্যাতনের কারণে জনগণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ বিরাজ করছে বলে জানা গেছে।

সাজেক-এ বাড়িতে বিডিআর হানা

সিএইচটি নিউজ ডট কম

গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ সাজেক-এর রুইলুই ক্যাম্পের বিডিআর সদস্যরা দাড়ি আদায়ে বেঞ্জউয়্যা চাকমা (৪০) পীং জেলারাম চাকমার বাড়ি ঘেরাও করার পর তল্লাশী চালায়। এ সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না।

বিডিআর সদস্যরা তাকে না পেয়ে তার সাত বছরের ছেলেকে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় তারা বেঞ্জউয়্যা চাকমার স্ত্রীকে বলে তিনি যেন তার স্বামীকে ক্যাম্পে দিয়ে এসে তার ছেলেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন। পরে গ্রামের মুরুব্বীরা ক্যাম্পে গিয়ে তার ছেলেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। পরদিন ২১ ফেব্রুয়ারি বিডিআর সদস্যরা ভোর সকালে তার বাড়ি লক্ষ্য করে ব্রাশ ফায়ার করে। অবশ্য এতে কেউ হতাহত হয়নি। এ ঘটনার পর বিডিআর কমান্ডার (নাম জানা যায়নি) গ্রামবাসীদের কাছে গর্ব করে বলে যে "আমিই সকালে বেঞ্জউয়্যা চাকমার বাড়ি লক্ষ্য করে ব্রাশ ফায়ার করেছি। আমি নিশ্চিত সে আহত হয়েছে, মাটিতে রক্তের দাগ দেখা গেছে। সম্ভবত মারা যাবে।"

দিদারুল আলমের ব্যবসার নতুন কৌশল!

১ম পাতার পর

রাজী হতে হয়। এভাবে শুরু থেকে সে নান্যাচর থানায় ৪টি ইউনিয়ন পরিষদে সরকারের বরাদ্দকৃত প্রকল্পের চাল-গম হাতিয়ে নেয়। এতে চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের করার কিছুই থাকে না। কারণ সে জোন কমান্ডার, ইউএনও, ওসি ও পিআইও-কে লাভের একটা অংশ ভাগ দেয়। ফলে তার বিরুদ্ধে প্রশাসনের কাছে নালিশ করলেও কোন ফল পাওয়া যায় না; বরং উল্টো নালিশকারীর গ্রেফতার ও মিথ্যা মামলার শিকার হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

দিদারুল আলম এভাবে সরকারী উন্নয়নের বরাদ্দ হাতিয়ে নেয়ার ফলে সাধারণ জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। উন্নয়ন কাজ হচ্ছে বিঘ্নিত। এলাকার জনগণ এতে দারুণভাবে অসন্তুষ্ট। অনেকে দিদারুল আলমের বিরুদ্ধে সরকারী উচ্চ পর্যায়ের কাছে নালিশ করার জন্য চেয়ারম্যানদের ওপর চাপ দিচ্ছেন। কিন্তু এতে কোন কাজ না হলে পাহাড়ি-বাঙালি জনগণ নিজেরাই তাকে শায়েস্তা করবে বলে তারা জানিয়ে দেয়।

নান্যাচর এলাকাবাসীর দাবি সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে এ ব্যাপারে গোপন তদন্ত করে প্রতিকারের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

করল্যাছড়িতে গ্রামবাসী নির্যাতনের শিকার

৭ মার্চ ২০০৮ খাগড়াছড়ির করল্যাছড়িতে তিন নিরীহ গ্রামবাসী শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। ঐদিন রাত সাড়ে আটটার দিকে কিয়াংঘাট ক্যাম্প থেকে একদল সেনা সদস্য গ্রামের বেশ কয়েকটি বাড়ি ঘেরাও করে। তারা বাড়ি থেকে লোকজনকে বের করে নবারুণ সংঘ ক্লাবের মাঠে জড়ো করে। সেনারা বিকাশ চাকমা নামে এক ইউপিডিএফ সদস্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। উক্ত নামে তাদের এলাকার কোন ইউপিডিএফ সদস্য নেই জানালে সেনারা অস্ত্র লাল চাকমা (৩৫) পীং বীরসেন চাকমা, তপস্যা চাকমা (১৮) পীং প্রখর চন্দ্র চাকমা ও তারা কুমার চাকমা (৪২) নামে তিন ব্যক্তিকে মারধর করে।

লর্ড এবিবুরির চিঠি

১ম পাতার পর

নিশ্চিত আপনি ১৯ এপ্রিল রাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের বেশ কয়েকটি গ্রামে হামলায় ব্যাপারে আমার উদ্বেগের সমভাগী হবেন: এই হামলায় অগ্নিসংযোগকারীদের দ্বারা ১০০ থেকে ১৫০ টি বাড়ি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং অধিবাসীরা হন ঘরছাড়া। বিগত বছরগুলোতে পার্বত্য চট্টগ্রামে এ ধরনের বহু ঘটনা ঘটেছে, যেখানে সেটলাররা আদিবাসীদের উৎখাত করে। কিন্তু আমি অবশ্যই বলবো যে কেয়ারটেকার সরকারের সময় এ রূপ ঘটনা ঘটায় তা আমাকে হতাশ করেছে, কারণ এ সরকার বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতিগত ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সুসম্পর্ক গড়ে তোলার কথা বলেছে। আমি আশাকরি, জাতি নিধনের শিকার ব্যক্তিদের পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ প্রদান, বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও বিহার রক্ষার জন্য সেনাবাহিনীকে নির্দেশ প্রদান ও যে সকল সেনা সদস্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠিংলায় উস্কানি দেয় তাদেরকে কোর্ট মার্শালে শাস্তি দেয়ার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।"

আপনার এলাকায় জমি বেদখলের ঘটনা ঘটলে তার বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন এবং আমাদের জানান।

দিঘীনালায় ভূমি বেদখল অব্যাহত

গত আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে বৌদ্ধ বিহারের জমিসহ সাধনা টিলার ৩০০ একর জমি বেদখলের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরও খাগড়াছড়ি জেলার দিঘীনালা থানার বিভিন্ন মৌজায় অব্যাহতভাবে ভূমি বেদখলের ঘটনা ঘটে চলেছে। এ সব ঘটনায় উগ্রবাদীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ রয়েছে। তারাই সেটলারদেরকে ইন্ধন দিচ্ছে ও জমি বেদখলের সময় সরাসরি উপস্থিত থেকে লাঠিয়ালের ভূমিকা পালন করছে। হিল ওয়াচ হিউম্যান রাইটস ফোরাম কর্তৃক সংগৃহীত দিঘীনালার বিভিন্ন এলাকায় সাম্প্রতিক ভূমি বেদখলের তথ্যগুলো এই বুলেটিনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। প্রথম কিস্তি ছাপা হয় গত ৭তম সংখ্যায়। চলমান সংখ্যায় দ্বিতীয় কিস্তি ছাপানো হলো। জায়গা সংকুলান না হওয়ায় গত সংখ্যায় ছাপানো সম্ভব হয়নি।

৭। ছোট বেতছড়িতে ৫ ব্যক্তির ১২ একর জমি বেদখলের চেষ্টা

গত ১৪ - ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ ছোট বেতছড়ির নোয়াপাড়ায় বহিরাগতরা ৫ ব্যক্তির ১২ একর জায়গা বেদখলের চেষ্টা চালায়। এরা হলেন বিনয় চাকমা পীং কৃষ্ণ প্রতাপ চাকমা, সুমতি রঞ্জন চাকমা পীং সূর্য মোহন চাকমা, নিহার বিন্দু চাকমা পীং অজ্ঞাত, জগত জ্যোতি চাকমা পীং করুণাময় চাকমা ও কবজ চন্দ্র চাকমা পীং কৃষ্ণ প্রতাপ চাকমা।

সিরাজ মিঞা নামে জনৈক সেটলার প্রথমোক্ত ব্যক্তির (বিনয় চাকমা) জমিতে বাড়ি নির্মাণ করেছে। বেতছড়ি সাবজোন ক্যাম্পটি আগে বেতছড়ি বাজারের পাশে ছিল। বহিরাগতদের বসতি করার সুবিধা দেয়ার জন্য গত বছর (২০০৭) আগষ্ট-সেপ্টেম্বর বাজারের ১ কিলোমিটার দক্ষিণে "বাজারমাথ" এলাকায় উক্ত ক্যাম্প সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

৮। চার ব্যক্তির ১৬ একর ৫০ ডেসিমেল ধান্য জমি বেদখল

যেরুং এর বটতলী (রসিক নগর) গ্রামের সেটলাররা ২০০৭ সালের জুন-জুলাইয়ের দিকে ৪ ব্যক্তির ৬.৫ একর প্রথম শ্রেণীর ও আনুমানিক ১০ একর তৃতীয় শ্রেণীর জমি জোরপূর্বক দখল করেছে। এর মধ্যে তারাচরণ কার্বারী পাড়ার বৃদ্ধ মনি চাকমা (৪৭) পীং মৃত ফগিরে চাকমার ২ একর প্রথম শ্রেণীর ও ৩ একর তৃতীয় শ্রেণীর পাহাড়ি জমি (বন্দোবস্তী মামলা নং ২৭৯/৮০-৮১), ঘুলছড়ি গ্রামের বিলাতি চাকমা (৫০) পীং মৃত মেগোরাজ চাকমার ১.২০ একর প্রথম শ্রেণীর ও ৩ একর তৃতীয় শ্রেণীর জমি, ঘুলছড়ি গ্রামের ললিত কুমার চাকমা (৫৫) পীং মৃত রাঙ্গা মুয়া চাকমার ২ একর প্রথম শ্রেণীর ও ২ একর তৃতীয় শ্রেণীর জমি (বন্দোবস্তী মামলা নং ০৯/৯৯) এবং সাধন চাকমা (৩৫) পীং বান্দারা চাকমার ১.৩০ একর প্রথম শ্রেণীর ও ২ একর তৃতীয় শ্রেণীর জমি। বংশ পরম্পরায় তারা উক্ত জমি ভোগ দখল করে আসছেন। ১৯৮৬ সাল থেকে উদ্বাস্তু হবার ফলে বন্দোবস্তী করা সম্ভব হয়নি।

জেলা পরিষদের প্রাক্তন সদস্য ইউনুস (৩৫) পীং আঃ মান্নান, সিরাজুল ইসলাম (৩৫) পীং মৃত মাজেদ আলী ও তার ভাই নজরুল ইসলাম (৩৩) এর নেতৃত্বে ৩০ - ৪০ জনের একদল সেটলার উপরোক্ত চার ভূমি মালিকদের জমিতে জোরপূর্বক প্রবেশ করে এবং পাহাড়িদেরকে ঐ স্থান থেকে তাড়িয়ে দেয়। ভূমি মালিকগণ এই সময় উক্ত জমিতে কাজ করছিলেন। সেটলাররা পাহাড়িদেরকে হাল চাষ করতে বাধা দেয় এবং জমি থেকে হাল তুলে জমির বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সেটলারদের মারমুখী অবস্থা দেখে ভূমি মালিকরা ভয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। এরপর তারা গত ২৩ জুলাই ২০০৭ দিঘীনালা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবরে উক্ত জমি সংক্রান্ত বিবাদ নিরসনের আবেদন জানান।

উক্ত জমি বেদখলের পূর্বে গত ২৪ জুলাই ২০০৭ বেতছড়ি সাব-জোন (সেনাবাহিনী) কমান্ডার কর্তৃক স্বাক্ষরিত নোটিশে পাহাড়ি ভূমি মালিকদেরকে ২৬ জুলাই ২০০৭ ক্যাম্পে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। নির্দিষ্ট দিনে ক্যাম্পে হাজির হলে সাব-জোন কমান্ডার পাহাড়ি ভূমি মালিকদের উদ্দেশ্য করে বলেন: "তোমাদের তো কোন কাগজপত্র নেই। এই সকল জমি বাঙালিদের। তাদের বন্দোবস্তীর কাগজপত্র রয়েছে।" এই কথা বলার পর ক্যাম্প কমান্ডার উক্ত চার পাহাড়ি ভূমি মালিকের কাছ থেকে জোরপূর্বক কাগজে স্বাক্ষর নেয়।

এর কয়েকদিন পর দিঘীনালা জোন থেকে এক নোটিশের মাধ্যমে পাহাড়ি ভূমি মালিক ও বহিরাগতদের ডাকা হয় (আগষ্টের প্রথম দিকে)। এ সময় দিঘীনালার কুখ্যাত টু-আইসি মেজর কামরুল হাসান উপস্থিত ছিল। পাহাড়ি ভূমি মালিকরা অভিযোগ করে আর্মিদের বলেন: "স্যার, তারা (সেটলাররা) তাদের তৃতীয় শ্রেণীর (জমির) জমাবন্দী দিয়ে আমাদের প্রথম শ্রেণীর জমি দখল করতে চায়।" এ সময় এক সেটলার বলে: স্যার, এ জমির সমস্যা নিয়ে ইউএনও অফিসে শুনানী চলছে।" একথা বলার পর মেজর কামরুল বলে: "যদি ইউএনও কোন সমাধান দিতে না পারে তবে আমার কাছে আসবেন।" এই কথা বলে সে উক্ত সভা শেষ করে।

এর মধ্যে বর্ষা মৌসুমের ধান সেটলাররা উক্ত জমিতে জোরপূর্বক রোপন করে এবং ধান পাকার পর তা দল বেধে কেটে নিয়ে যায়। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ এই রিপোর্টের তথ্য সংগ্রহকারী সরেজমিন উক্ত এলাকা ঘুরে দেখতে পায় যে বহিরাগত সেটলাররা উক্ত জায়গায় শীত মৌসুমের ধানও লাগিয়েছে।

সর্বশেষ দিঘীনালা উপজেলা নির্বাহী অফিসার উক্ত ভূমি সমস্যা সমাধানের জন্য ২৯ জানুয়ারী ২০০৯ সভা আহ্বান করেন (২৭-০১-২০০৮ প্রদত্ত নোটিশ, স্মারক নং ১১৪)। ঐ দিন ভূমি মালিকগণ উপস্থিত হলে তিনি সভার পরবর্তী তারিখ মৌখিকভাবে ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ নির্ধারণ করেন।

ভূমি মালিকরা অভিযোগ করে বলেন, ইউএনও এ পর্যন্ত মোট ৯ বার শুনানীর তারিখ নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শুনানী হয়নি। একবার ইউএনও অফিসে গেলে গাড়ি ভাড়াসহ ৪ জনের ৪০০ টাকা খরচ হয়। এটা পুরোপুরি হয়রানি ও ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয় বলে তারা মন্তব্য করেন।

ভূমি মালিকগণ জানান তারা ইউএনও-কে বলেছেন: "স্যার, আমাত্তুন আর ভুই নেই, আমি খুব কষ্টে চুগির। বাঙালুনে দ বারিচ্চে খুদ্দো খেই সোন। আমারে ক' আমি ভুঁইয়াত লামিই।" অর্থাৎ স্যার আমাদের (এ ছাড়া) আর জমি নেই। আমরা খুব কষ্টে দিন যাপন করছি। বাঙালিরা বর্ষা মৌসুমটা চাষ করেছে। আপনি আমাদের বলেন আমরা জমিতে নামবো।"

এর জবাবে ইউএনও বলেন: না না তোমরা জমিতে যেও না, অপেক্ষা কর, আমি সমাধান করে দেবো।"

ভূমি মালিকরা বলেন, "স্যার, তারা তো ধান লাগাচ্ছে।" ইউএনও তাদের সান্তনা দিয়ে বলেন: "ঠিক আছে তারা লাগাক। অসুবিধা তো নেই। তোমরা যদি (জমি) পাও তবে তোমরা উক্ত ধানসহ জমির মালিক হতে পারবে।" কিন্তু জমি ফিরে না পেলে কি হবে তা তিনি বলেন নি। অপরদিকে, সেটলাররা বর্ষা মৌসুমের ধান ঘরে তুলে নিয়েছে এবং শীত মৌসুমেও চাষ করেছে।

সেটলাররা যে জমাবন্দী ফরম-এর মাধ্যমে উক্ত প্রথম শ্রেণীর জমির মালিকানা দাবি করছে তাতে জমির যে চৌহদ্দীর বর্ণনা আছে তার সাথে বেদখলকৃত জমির চৌহদ্দীর কোন মিল নেই। তাছাড়া সেটলারদের জমাবন্দী অনুযায়ী তাদের জমি তৃতীয় শ্রেণীর। অপরদিকে তারা যে জমি বেদখল করে তাদের বলে দাবি করছে

৪র্থ পাতায় দেখুন

দিঘীনালায় ভূমি বেদখল অব্যাহত

৩য় পাতার পর

তা হলো ১ম শ্রেণীর। চৌহদ্দীর বর্ণনাও অস্পষ্ট। যেমন ফজলুল মিঞাকে দেয়া জমাবন্দীতে (বন্দোবস্তী মামলা নং ২৩৬৫/৮০-৮১) চৌহদ্দী লেখা আছে এভাবে: উত্তরে: হাফেজ, দক্ষিণে: রাস্তা, পূর্বে: দুলাল, পশ্চিমে হাসমত খাঁ। এখানে শুধু হাফেজ, দুলাল ও হাসমত খাঁ বলে কি বোঝানো হয়েছে তা বুঝা মুশকিল। আর দক্ষিণে কোন রাস্তা সেটার উল্লেখ নেই। উক্ত দলিল যে ভূয়া তা তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

সেটলারদের ভূমি বেদখলে সহায়তা দেয়ার জন্য ভূমি মালিক ললিত কুমার চাকমার জমির পাশে একটি আনসার পোষ্ট রয়েছে।

৯। শুক্রাচার্য চাকমার ২ একর জমি বেদখলের ষড়যন্ত্র ও হয়রানি

মেরুং এর তারাচরণ কার্বারী পাড়ার শুক্রাচার্য চাকমা ১৯৯৭ সালে দীর্ঘ শরণার্থী জীবন শেষে দেশে ফিরে এসে দেখতে পান তার ২ একর জমি চারটি সেটলার পরিবার বেদখল করে আছে। সরকার প্রত্যাগত শরণার্থীদের সাথে চুক্তি মোতাবেক উক্ত জমি তাকে ফেরত দেয় এবং তার জমি থেকে আইন উদ্দীন, রহমান মিস্ত্রি, শাহাদাত আলী ও অছিম উদ্দীনকে সরিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। তাদের প্রত্যেককে ৪,০০০ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেয় সরকার।

জমি ফেরত পাওয়ার পর শুক্রাচার্য জমি সংস্কার ও বৃক্ষ রোপনের উদ্যোগ নিলে উত্তর শশিক নগর পাড়ার শহর আলী নামে জনৈক সেটলার উক্ত জমির মালিকানা দাবি করে দিঘীনালা ইউএনও অফিসে মামলা দায়ের করে। উক্ত মামলায় বিবাদী হিসেবে শুক্রাচার্য ছাড়াও আরো ৪ জনের নাম উল্লেখ করা হয়। এদের মধ্যে তার ছেলে লক্ষ্মী চন্দ্র চাকমা ও বিরাজমনি চাকমা নামে অন্য এক আত্মীয় রয়েছে। (মামলার অভিযোগ পত্র নং - ২৫/২০০২ ইং)। উক্ত আবেদন বিচার পূর্বক ১৮ ডিসেম্বর ২০০২ উপজেলা নির্বাহী অফিসার শুক্রাচার্য চাকমার পক্ষে রায় দেন। রায়ের আদেশে তিনি লেখেন (স্মারক নং ১৪৬৩): "উপজেলা রাজস্ব কর্মকর্তা হইতে তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গিয়াছে। দেখলাম। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৩০ নং বড় মেরুং মৌজায় রাংগা চাকমা ও হৃদয় বসন্ত চাকমার নামীয় বন্দোবস্তী প্রাপ্ত জমি ভিন্ন। রাংগা চাকমার নামে ৩০ নং বড় মেরুং মৌজার ১৫০ নং হো: এ ২.০০ একর ৩য় শ্রেণীর জমি রেকর্ডভুক্ত আছে। রাংগা চাকমা ১৯৬৬-৬৭ সনে বন্দোবস্তী পাইয়াছেন মর্মে সংশ্লিষ্ট মৌজা প্রধান প্রতিবেদন প্রদান করিয়াছেন। রাংগা চাকমার পুত্র শুক্রাচার্য চাকমাকে তাহার প্রাপ্য পিতার নামীয় জমি পরিমাপ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য এবং শহর আলীর প্রাপ্য অংশ তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য উপজেলা রাজস্ব কর্মকর্তাকে বলা হোক।"

এরপরও শহর আলী থামে নাই। তিনি শুক্রাচার্য চাকমা, তার দুই পুত্র লক্ষ্মীমনি চাকমা ও অনিল চাকমাসহ মোট ৬ জনের বিরুদ্ধে খাগড়াছড়ি কগনিজেন্স আদালতে ফৌজদারী মামলা দায়ের করেন। (মামলা নং সদ জি.আর ২৯৬/২০০২ মূলে ৩৩২/৬ / ২১-১-২০০৩। সূত্র: দিঘীনালা থানার নন এফ.আই.আর প্রসি: নং ১৪/০২ তাং ১৩-১১-২০০২ ইং থারা ১০৭/১১৪/১১৪ (সি) কা: বি: এবং দ: বি: আইনের ৪২৭ ধারা নন জি. আর ২৯৬/২০০২)।

উক্ত মামলার রায়ে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এসএম মাহফুজুর রহমান বলেন: "সুতরাং ২য় পক্ষ শুক্রাচার্য, লক্ষ্মীমনি, বিষ্ণুমনি, ধনলাল, প্রভাত ও অনিলের বিরুদ্ধে আনীত দঃ বিঃ ১০৭ ধারার অভিযোগ রাষ্ট্রপক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।" (আদেশের ক্র: নং ৭৫৪/ ১১ - ০৬ - ০৫)

তবুও শহর আলী হারবার পাত্র নন। তিনি আবার শুক্রাচার্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। এবার একেবারে খুনের মামলা। উক্ত মামলার শুনানী শেষে খাগড়াছড়ির প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ শফিউল আরিফ তার রায়ে বলেন: "উভয় পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ২য় পক্ষগণ শান্তিভঙ্গের কোন আশংকা নাই। বিবেচনান্তে ফৌ: কার্য: বি: ১১৯ ধারার বিধান মোতাবেক ২য় পক্ষগণকে অব্যাহতি দেয়া হলো।" (আদেশের ক্র: নং ৩৪৪/ ১২.০৩.০৬)

শুক্রাচার্য চাকমার পরিবার সেনা ও সেটলার হামলার শিকার হয়ে ১৯৮৬ সালে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে চলে যান। সেখানে তারা ঠাকুমবাড়ি শরণার্থী শিবিরে মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হন। তারা ১৯৯৭ সালে চুক্তি মোতাবেক স্বদেশে ফিরে আসেন।

১৯৮৬ সালে তাদের গ্রাম তারাচরণ কার্বারী পাড়াসহ আশেপাশের এলাকায় সাম্প্রদায়িক হামলার সময় তার পিতা রাংগা চাকমা নিহত হন। এ সময় গ্রাম প্রধান তারা চরণ কার্বারীও সেটলারদের হামলায় প্রাণ হারান।

শরণার্থী জীবন শেষে দেশে ফিরে এসে জমি ফেরত পাওয়ার পরও সেটলাররা উক্ত জমি বেদখলের ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে। শহর আলী তাকে নানাভাবে ফাঁসানোর চেষ্টা করলেও সে সময় প্রশাসন নিরপেক্ষ থাকার কারণে তিনি রক্ষা পান এবং তার জমির বেদখল রোধ করা সম্ভব হয়। কিন্তু কতদিন তিনি এভাবে হয়রানির বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবেন? এখনো তার জমি বেদখল হয়নি; কিন্তু তার মানে এ নয় যে তিনি তার জমি ভোগ করতে পারছেন। তিনি এখনো তার ঐ জমিতে যেতে পারছেন না। অথচ সেখানে তার লাগানো গামারীসহ বিভিন্ন গাছ রয়েছে। মিথ্যা মামলা দিয়ে নিরীহ ব্যক্তিকে হয়রানি ও জমি বেদখলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার জন্য মামলাবাজ শহর আলীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া কি যুক্তিযুক্ত নয়?

১০। উন্নয়ন বোর্ডের শরণার্থী পুনর্বাসন প্রকল্পের জমি বহিরাগতরা দাবি করছে

প্রত্যাগত শরণার্থী পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় উন্নয়ন বোর্ড থেকে ১৯৯৮ সালে মোট ৩০০ পাহাড়ি পরিবারকে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এর মধ্যে ২০০ পরিবার খাগড়াছড়ি জেলার ভাইবোন ছড়ায়, ৫০ পরিবার তৈকলায় ও ২ নং প্রকল্পের অধীনে ৫০ পরিবার বড় মেরুং কলাছড়ি এলাকায় পুনর্বাসন করা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় প্রতি পরিবারকে ৪ একর রাবার বাগান ও ২.২৫ একর হর্টিকালচারের জমি মিলে মোট ৬.২৫ একর জমি দেয়া হয়। এই হিসেবে দুই নং প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত মোট জমির পরিমাণ হলো ৩১২.৫০ একর। কিন্তু উক্ত জমির সীমার মধ্যে অবস্থিত ১৮৪ একর বর্তমানে ৪২টি সেটলার পরিবার তাদের বলে দাবি করছে। তারা বটতলী সেটলার পাড়ার বাসিন্দা।

সেনাবাহিনীর সহায়তায় গঠিত বহিরাগতদের "বিচার কমিটির" সদস্যগণ গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ বটতলী গ্রামে কয়েকজন পুনর্বাসিত ভূমি মালিককে ডেকে জানিয়ে দেয় যে উক্ত জায়গা তাদের। তথাকথিত বিচার কমিটির সদস্যরা হলেন রসিক নগর গ্রামের হজরত (৫৫), মোহাম্মদ আলী (৭০) ও আশরাফুল সিসি (৭০)। সিসি অর্থ হলো ভিডিপির প্লাটুন কমান্ডার।

এখানে উল্লেখ্য, রসিক নগর গ্রামের পূর্ব নাম হচ্ছে রসিক নাগর আদাম। ১৯৮৬ সালে উক্ত গ্রামের বাসিন্দারা সে সময় ব্যাপক সাম্প্রদায়িক সেনা-সেটলার হামলার কারণে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। এরপরই বহিরাগত সেটলাররা উক্ত গ্রাম বেদখল করে নেয়। তারা "রসিকটা" ঠিক রেখে নাগরকে নগর করে গ্রামের নাম পরিবর্তন করে দেয়। আদিতে গ্রামের নাম তৎকালীন ইউপি মেম্বার রসিক নাগরের নামে রাখা হয়েছিল। তিনি এখনো বেঁচে আছেন এবং তার জায়গা জমিও এখনো সেটলারদের বেদখলে রয়েছে। জায়গা জমি হারিয়ে তিনি এখন সর্বস্বান্ত।

১১। পাহাড়িদের জায়গা থেকে গাছ বাঁশ কেটে নিয়ে যাচ্ছে সেটলাররা

২০ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ এই রিপোর্টের তথ্য সংগ্রহকারী যখন বড় মেরুং-এ তারাচরণ কার্বারী পাড়ায় ঘুরছিলেন তখন দেখতে পান সেটলাররা একেবারে গ্রামের ভেতর ঢুকে পাহাড়িদের পাহাড় ভূমি থেকে অবাধে নানা ধরনের গাছ বাঁশ কেটে নিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে গ্রামবাসীদের প্রশ্ন করা হলে তারা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, "বাধ দিলেও শোনে না। এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমল, তাই বেশী কথা বলতে ভয় করে। মামলা দেয়া হয়। আর্মিদেরকেও বলে দেয়।"

তারাচরণ কার্বারী পাড়ার বাসিন্দা লক্ষ্মীধন চাকমার (৭০) জমি রয়েছে ২ একর। গত ২৫ বছর ধরে তিনি উক্ত জমি ভোগ দখল করে আসছেন। দেখা গেছে তার বসতবাড়ির একেবারে পাশে ৮ একর জায়গা থেকেও বটতলী (রসিক নাগর আদাম) গ্রামের রহিম, শাহ আলমসহ বেশ কয়েকজন সেটলার গাছ বাঁশ কেটে নিয়ে যাচ্ছে।

এছাড়া প্রদীপ চন্দ্র চাকমা (৫৫)শ্রীং কাঞ্চন মনি চাকমারও সেখানে ২ একর জমি রয়েছে। ২০ বছর ধরে তিনি ঐ জমি ভোগ দখল করে আসছেন। সেটলারদের উৎপাতে সেখানে বাস করা অন্যদের মতো তারও কঠিন হয়ে উঠেছে। চলবে

দিঘীনালার মেরুং বোয়ালখালী ব্যাপক ভূমি বেদখল

শেষ পাতার পর

কেড়ে নিয়ে সেটেলাররা সেই পাহাড়ি বাড়ির উঠানে ঘর নির্মাণ করেছে। পাহাড়িদের বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রমে গড়ে তোলা আম, কাঁঠাল, কলা, বেল, জামুরা, লিচু, কমলা, নারিকেল, সুপারি ও সেগুন বাগান কেটে আগুনে পুড়ে ধ্বংস করে দিয়ে সেটেলাররা সেখানে বাড়ি নির্মাণ করছে। সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের কাছে আপত্তি জানিয়েও তার জায়গার বাগান বাগিচা ও জমি জমা রক্ষা করতে পারছে না। কেউ তাদের পাশে নেই। সরকারী প্রশাসন সেটেলারদের প্রতি উলঙ্গভাবে পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে। আর সেনাবাহিনী তো রীতিমত সেটেলার বসানোর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। তাদের নিরাপত্তা দিচ্ছে।

এখন পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা প্রশাসক, জেলা পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদ, সেনা প্রধান, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ও এমনকি প্রধান উপদেষ্টার কাছে আবেদন ও স্মারকলিপি প্রদান করার পরও কোন সুবিচার পাওয়া যায়নি। সাজেকে পাহাড়ি বসতিতে হামলার পর এলাকার ১১৩ জন পাহাড়ি বাসিন্দা স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপি প্রধান উপদেষ্টা বরাবর দেয়া হয়। কিন্তু তাতেও কোন কাজ হয়নি।

৯ এপ্রিল উপজেলা নির্বাহী অফিসার নির্মিরি বিশ্বিবিক্রি বিজিবের কাছে জানাতে গেলে তিনি "বিষয়টি দেখবেন বলে আশ্বাস দেন। কিন্তু তার পরদিনই অর্থাৎ ১০ এপ্রিল থেকে আবার ব্যাপক হারে সেটেলার নারী পুরুষ বাড়ি নির্মাণের জন্য জঙ্গল সাফ করতে আসে। বিডিআর ও উপজেলা প্রশাসন পাহাড়িদেরকে সহিংসতায় না জড়ানোর জন্য সব সময় উপদেশ বর্ষণ করে অপরদিকে, প্রশাসন গোপনে ও সেনারা প্রকাশ্যে সেটেলারদেরকে উস্কানি দেয় পাহাড়িদের জমি বেদখল করতে। তারা পাহাড়িদের বলে এক কথা, আর সেটেলারদের বলে আরেক কথা।

প্রায় ২০০ পরিবার সেটেলারকে এখানে বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গেছে। অপ্রতিষ্ঠিত সমঅধিকার আন্দোলনের বাবাইছড়ি শাখার নেতা শাজেদ অত্যন্ত দাপটের সঙ্গে পরিকল্পনাকারী জলির বাবুর্চীর ভাগিনা মাহমুদ হলো এদের নীতার। জমির মালিকরা তার কাছে প্রতিবাদ জানালে সে জানায়: "আমাকে বলে কাজ হবে না, আমাদেরকে সরকার জায়গা বরাদ্দ দিয়েছে, তাই নিচ্ছি।" ৮ পয়েন্টে ওধর বলে, শুধু বোয়ালখালী নয়, দুই কিস্তিতে ৮০০ পরিবার বাঙালিকে বসানো হবে। বোয়ালখালীর সেলিম মাস্টারের নেতৃত্বে প্রতি সেটেলার পরিবারকে ৪০ শতাংশ জমি - যা পাহাড়িদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া - ভাগ করে দেয়া হচ্ছে। এভাবে জায়গা কেড়ে নেয়ার পর বিডিআর-এর সেক্টর কমান্ডার লে: কর্নেল আমির মো: আরিফ পাহাড়িদেরকে পরামর্শ দিয়ে বলেন: "পাহাড়ি-বাঙালি মিলে মিশে থাকতে হবে"। দুনিয়ায় এর চাইতে নিষ্ঠুর রসিকতা আর কি থাকতে পারে!

২৫ এপ্রিল ২০০৮ মাইনী বাজারের পাড়ি স্টেশনে বিডিআর-এর ওয়ারেন্ট অফিসার বাক্কার (সে একইসাথে বোয়ালখালীর প্রশিক্ষণ টিলার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার) বোয়ালখালীর ঘরবাড়ি নির্মাণ করতে যাওয়া সকল সেটেলার নারী পুরুষকে নির্দেশ দেন: "চাকমারা যদি কাজ করতে (জমি বেদখলে) বাধা দেয় তাহলে সরাসরি মারামারি করবে। কয়েকটা লাশ বানিয়ে দেবে। এভাবে চাকমাদের জমি কেড়ে নিতে হবে। আমরা তোমাদের পিছনে আছি।"

বোয়ালখালীর চান্দ মাস্টার নামক স্থানে মোট ১৫০ পরিবারের মতো পাহাড়ির বসবাস রয়েছে। তারা বহু যুগ ধরে সেখানে বাস করছে।

বোয়ালখালী ভূমি বেদখলের জন্য যেসব এলাকা থেকে সেটেলারদের নিয়ে আসা হচ্ছে সে এলাকাগুলো হলো রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার কলাবাগানী, মধ্যপাড়া, মোল্লা মাস্টার পাড়া, ইমাম পাড়া, বাজারছড়া, বটতলী পুরোনমরি, দশমাইলবাগান, উগলছড়ি, চৌমুহনী, মোহাম্মদপুর কলোনী, বেঙ্গলী ক্লিক পাড়া ও মাহাজন পাড়া।

২৫ এপ্রিল ২০০৮ সকাল ১১টায় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে বাবাইছড়ি বিডিআর সেক্টরের টু-আই-সি মোরশেদ ও স্থানীয় পাহাড়ি-বাঙালি মুরুব্বীদের নিয়ে এক মিটিং ডাকেন। উক্ত মিটিংয়ে সে জবরদস্তিভাবে উভয় সম্প্রদায়ের মুরুব্বীদের সমন্বয়ে একটি তথাকথিত ভূমি বণ্টন কমিটি গঠন করে দেয়। কমিটির সদস্যরা হলেন মারিশ্যার সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মো: আলী হোসেন, উক্ত ইউপির বর্তমান চেয়ারম্যান নুরী মিয়া, একই ইউপির সাবেক সাবেক চেয়ারম্যান আজিজুর রহমান, বাবাইছড়ির সমঅধিকার সভাপতি সেলিম মাস্টার, বাবাইছড়ি পৌর কমিশনার মো: হোসেন ও মো: মিয়া, মারিশ্যা ইউপির প্রাক্তন চেয়ারম্যান বৃষকেতু চাকমা, চেয়ারম্যান অমিয় খীসা, বঙ্গলতলী ইউপি চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চাকমা, রূপকারী ইউপি চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ চাকমা, এলাকার মুরুব্বী সুদর্শন চাকমা, দাদবীর চাকমা ও রূপকারী ইউপির বর্তমান মেম্বার মিসেস রিনা চাকমা।

উক্ত কমিটি গত ২৮ এপ্রিল রোজ সোমবার বোয়ালখালীর পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে ভূমি বণ্টন করবে বলে বিডিআর টু-আই-সি জানায়। সে আরো বলে যে "প্রতি পরিবার ৩০ শতক করে জমি পাবে। যদি চাকমারা ২০০ একর জমি পায় (এ কথাটা তার মুখ) তাহলে বাঙালিরাও পাবে। বাঙালিরা সমস্যা সৃষ্টি করলে পাহাড়িরা উক্ত কমিটির কাছে নালিশ করতে পারবে।" সে আরো বলে যে পাহাড়ি বাঙালি সবাই মিলেমিশে যাতে টিকে থাকতে পারে সেজন্য ইউএনডিপি থেকে সে বিভিন্ন প্রকল্প এনে দেবে।

দুরুকম অভিযোগ

বিডিআর উক্ত কমিটি গঠনের কোন কথা ছিল না এবং এতে বিডিআর উপস্থিত পাহাড়িদের কোন মতামতও নেয়া হয়নি। এটা একতরফাভাবে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। তাই এই কমিটিকে তারা মেনে নেয়নি। এখানে যে কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। প্রথমত, অাইন শৃঙ্খলা রক্ষার কথা বলা হয় বহু বার। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হয়। অথচ দিন দুপুরে সেটেলাররা সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় জোরজুলুম করে পাহাড়িদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, তাদের বাগান বাগিচা কেটে সাবাড় করে দিচ্ছে, অথচ উক্ত টু আই সি সে ব্যাপারে একেবারে নিশ্চুপ। উক্ত দুর্জনের একমাত্র ইচ্ছা উচিত ছিল ভূমি বেদখল বন্ধ করা। দ্বিতীয়ত, উক্ত টু-আই-সি কোন আর কি প্রক্রিয়ায় আয়ে তথাকথিত ভূমি বণ্টন কমিটি গঠন করে দেয়ার? তার কাজ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা। নাগরিকরা যাতে সুখে শান্তিতে ঘুমোতে পারে, নিজেদের অর্জিত সম্পদ নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে ভোগ করতে পারে, অন্যে যাতে সে সম্পদ কেড়ে নিতে না পারে তার নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা বিধান করাই হলো তার দায়িত্ব। অথচ তার উল্টোটাই সে এবং অন্য বহু সেনা অফিসার ও প্রশাসন করে চলেছে। তৃতীয়ত, ভূমি বণ্টনের প্রশ্ন এখানে উঠবে কেন? এখানে কি ভূমি বিপ্লব হচ্ছে যে জমিদারদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে তা প্রজাদের মধ্যে বিলি বণ্টন করা হবে? চতুর্থত, পাহাড়িদের কঠোর পরিশ্রমে গড়ে তোলা যে বাগান-বাগিচা সেটেলাররা কেটে নষ্ট করে দিয়েছে, ফলমূল হাতিয়ে নিয়ে গেছে, তার ক্ষতিপূরণ দেয়ার কোন কথা উক্ত মিটিংয়ে আলোচনা হয়নি।

এই পর্যন্ত যথাযথ অন্যায় ও অবিচার সহ্য করার মতো নয়। এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানো ছাড়া আর কোন পথ পাহাড়িদের সামনে খোলা নেই। আবেদন নিবেদনের দিন শেষ হয়েছে। স্মারকলিপি দেয়ারও আর কোন মানে হয় না। প্রশাসনের কাছে সুবিচার চাওয়া মানে শুধু সময় নষ্ট করা। এখন দরকার প্রতিরোধ - প্রবল প্রতিরোধ। অন্যায়কারীকে যতই শক্তিশালী মনে হোক, ভেতরে ভেতরে সে ভীষণ দুর্বল। এজন্য সে নানা কূটকৌশল ও ধূর্ততার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। যে অন্যায় করে সে ভীরু না হয়ে পারে না। তাই আমাদের এখন জেগে জেগে উঠতে হবে। বেঁচে থাকার জন্য এছাড়া আর কোন উপায় নেই। যেখানে রক্ষকই ভক্ষক, যেখানে বিচারকই অপরাধী, যেখানে শাস্তি হবে স্বয়ং সে অন্যায়ের পক্ষ নেয়, সেখানে সুবিচার পাওয়া যায় একমাত্র বিদ্রোহ করেই। এটিই হলো ইতিহাসের শিক্ষা এবং আমাদেরকে অবশ্যই এ শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

নিচে বোয়ালখালীতে (৪ মাইল) ভূমি বেদখলের চিত্র তুলে ধরা হলো

১। অবিনাশ চাকমা (৫২) পীং মৃত বিন্দু কান্তি চাকমা

হেডম্যান কর্তৃক বরাদ্দ দেয়া ত্রিশ শতক জমির বন্দোবস্তী কাগজপত্র আছে রয়েছে। বাকি আনুমানিক ৫ একরের মত পাহাড় ভূমিতে সে বিগত বহু বছর ধরে বাগান বাগিচা করে ভোগ দখল করে আসছে। ৫ একরের জায়গার উপর সৃজিত বাগানের মধ্যে রয়েছে কমলা গাছ ১১৫টি, কলা গাছ ৫০০টি, লিচু গাছ ১৫টি, তেঁতুল গাছ ৬টি, আম গাছ ৪টি, কাঁঠাল গাছ ৩টি ও সেগুন গাছ ২০টি। এর মধ্যে বেদখলকারী সেটেলাররা সেগুন গাছ ২টি ও কমলা চারা ২টি কেটে নিয়েছে। তার এই অবশিষ্ট জায়গার উপর মোট ২৪টি নতুন বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। যে সব সেটেলার বাড়ি নির্মাণ করেছে তাদের মধ্যে কয়েক জনের নাম পাওয়া গেছে। এরা হলো আবুল, ইউনুস, জামাল মেম্বার (পৌর কমিশনার), এর পিতার মোহাম্মদ আলী ও আলম মিয়া।

২। শিশান জেডভি চাকমা (৪৫) পীং মৃত শশী কুমার চাকমা

তার ৩ একরের মতো নথিভুক্ত পাহাড় রয়েছে। স

দিঘীনালার মেরুং লোয়াদামে ব্যাপক ভূমি বেদখল

৫ম পাতার পর

এ জমি ৮,৫০০ টাকা দিয়ে হামিদ কুমারের কাছ থেকে কিনে নেয়। সে বিগত ৪ বছর ধরে নানা মিশ্র ফল বাগান সৃজন করে এখানে। পরিবার পরিজন নিয়ে বাড়ি করে সে এখানে থাকে। তার সৃজিত বাগানে রয়েছে কাঁঠাল গাছ ১১০টি, আম গাছ ১০৫টি, লিচু গাছ ৪টি, আনারস গাছ ৩০০টি, কলাগাছ ১৫০টি, তেঁতুল গাছ ১টি, কাজু বাদাম গাছ ৪০টি ও পেঁপে গাছ ২০টি।

সেটলাররা তার বাগানের সমস্ত গাছ কেটে আগুন দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে। এরপর সেটলাররা সেখানে বাড়ি নির্মাণ করতে যায়। কিন্তু বাধা দেয়ার কারণে তারা এখনো বাড়ি নির্মাণ করতে পারেনি।

৩। অবীর জীবন চাকমা (৪৭) পীং মৃত মনোরঞ্জন চাকমা

হেডম্যান কর্তৃক বরাদ্দকৃত ত্রিশ শতক জমি ছাড়াও তার আনুমানিক ৪ একর পাহাড়ি ভূমি রয়েছে। সে এই জমি গত বহু বছর ধরে ভোগ দখল করে আসছে। এখানে সে জুম চাষ করে ও ফলজ বাগান গড়ে তোলে। সৃজিত বাগানে রয়েছে কাঁঠাল গাছ ৫০০টি, কলাগাছ ৩০০টি, আনারস গাছ ১০০টি, কাজু বাদাম গাছ ২০০টি ও সুপারি গাছ ১০টি। বাগানের সব গাছ কেটে আগুন দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। বর্তমানে তার এই জমির ওপর সেটলাররা ৬টি ঘর নির্মাণ করেছে। সেটলারদের নাম জানা যায়নি।

৪। পরিমল কার্বারী (৬৫) পীং মৃত দ্বিতীয় মোহন চাকমা

হেডম্যানের কাছ থেকে বরাদ্দ পাওয়া ৩০ শতক ভিটেবাড়ির জায়গাসহ তার আনুমানিক ৩ একরের মতো পাহাড়ি জমি রয়েছে। সে বহু বছর ধরে এই জমি ভোগ দখল করে আসছে এবং এখানে তার সৃজিত মিশ্র ফলের বাগান রয়েছে। বাগানে রয়েছে কলাগাছ ৩৪০টি, কাঁঠাল গাছ ৩০০টি, আম গাছ ৫০টি (আম্রপালি), কাজু বাদাম গাছ ২০০টি ও আনারস চারা ১০০টি। সেটলাররা তার বাড়ি ও বাগান বাগিচা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়ে সেখানে ৩ একর জায়গার মধ্যে ৮টি নতুন বাড়ি নির্মাণ করেছে।

৫। উত্তম বিকাশ চাকমা (৪৭) পীং অজ্ঞাত

তার মোট জমির পরিমাণ ২.৫ একর। এর মধ্যে হেডম্যান কর্তৃক বরাদ্দকৃত ৩০ শতক ভিটেজমি রয়েছে। তার সৃজিত বাগানে রয়েছে আনারস গাছ ১২০টি, কাঁঠাল গাছ ১৫০টি, কাজু বাদাম গাছ ৫০টি ও কলা গাছ ৫০টি। বাগানের সকল ফলজ গাছ কেটে আগুনে পুড়ে ছাই করে দেয়া হয়েছে। তার এই জায়গায় সেটলাররা মোট ১০টি বাড়ি নির্মাণ করেছে। তাদের পরিচয় জানা যায়নি।

৬। বন্ধু চাকমা (৩৮) পীং বঞ্জন চাকমা

তার জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ একর। এর মধ্যে হেডম্যান কর্তৃক বরাদ্দকৃত ৩০ শতক ভিটেজমি রয়েছে। এখানে সে জুম চাষ করে ও ফল বাগান গড়ে তুলেছে। তার লাগানো বাগানে রয়েছে ২০০টি কাঁঠাল গাছ, আম গাছ ২৫টি, কাজু বাদাম গাছ ১৫০টি ও আমলকি গাছ ৫টি। সেটলাররা সমস্ত বাগান কেটে আগুন দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে। এরপর তারা সেখানে ৪টি বাড়ি নির্মাণ করেছে। সেটলারদের পরিচয় জানা যায়নি।

৭। পূর্ণ কমল চাকমা (৪২) পীং মনোরঞ্জন চাকমা

হেডম্যান কর্তৃক বরাদ্দ দেয়া ৩০ শতকসহ তার মোট ৩ একর পাহাড়ি ভূমি রয়েছে। সে বহু বছর ধরে এখানে বসবাস ও জুম চাষ করছে এবং গত ৫ বছরে সে বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ গাছের বাগান গড়ে তুলেছে। তার বাগানে রয়েছে ৩৫০টি কাঁঠাল গাছ, ২৫০টি আম গাছ, ২০০টি কাজু বাদাম গাছ, ২০টি জাম গাছ, ৪টি পেঁপে গাছ, ১২টি কমলা গাছ, ৪টি আমলকি গাছ ও ১২টি তেঁতুল গাছ।

সেটলাররা তার সমস্ত বাগান কেটে ধ্বংস করে দিয়েছে ও এমনকি তার বাড়িও ভেঙে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, বিডিআর সদস্যরা তার মুরগীর খবটিও ভেঙে দেয়। এরপর সেটলাররা তার জায়গায় ৮টি বাড়ি তুলেছে। তাদের পরিচয় জানা যায়নি।

৮। সুনির্মল চাকমা (৪৫) পীং চিত্ত-হ চাকমা

হেডম্যানের কাছ থেকে বরাদ্দ পাওয়া ৩০ শতকসহ তার মোট জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ একর। সবই পাহাড়ি জমি। সে এই জমিতে গত চার বছর ধরে চাষাবাদ করে আসছে এবং বাগান বাগিচা গড়ে তুলেছে। এতে রয়েছে কলাগাছ ২৫০টি, কাঁঠাল গাছ ২০০টি, আম গাছ ৫০টি ও কাজু বাদাম গাছ ১২০টি। সেটলাররা তার সমস্ত বাগানের গাছ কেটে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। এর পর সেটলাররা তার জমি জবরদখল করে নিয়েছে। বর্তমানে তিন পরিবার সেটলার বাড়ি করে বসবাস করছে। তাদের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি।

৯। নরবো চাকমা (৫২) পীং অজ্ঞাত

হেডম্যান কর্তৃক বরাদ্দকৃত ৩০ শতকসহ তার দখলীয় জমির পরিমাণ ৪ একর। তৃতীয় শ্রেণীর জমি। এছাড়া তার ১ কানি ধান্য জমি রয়েছে। সেটলাররা সে জমিও কেড়ে নিয়ে নিজেদের মধ্যে বন্টন করে ফেলেছে। তার সৃজিত বাগানে রয়েছে কলাগাছ ১৫০টি, কাঁঠাল গাছ ১৩০টি ও আম গাছ ৩০টি। তার বাগানটিও সেটলাররা কেটে আগুন দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে। এরপর তারা বেদখলকৃত জমিতে ৮টি বাড়ি নির্মাণ করেছে। সেটলারদের নাম জানা যায়নি।

১০। নতুন মোহন চাকমা (৫৫) পীং অজ্ঞাত

হেডম্যান কর্তৃক বরাদ্দকৃত ৩০ শতক উঁচুভূমি ছাড়াও তার দখলীয় জমির পরিমাণ ৫ একর। বিগত ৩০ বছর ধরে তিনি এ জমি ভোগ দখল করে আসছেন। এই ৩০ বছরে তিনি যে বাগান বাগিচা গড়ে তুলেছেন তা সবই সেটলাররা নিজেদের মধ্যে ভাগ বন্টন করে নিয়েছে। যেন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তাদের বাপদাদার সম্পত্তি। সেটলাররা ২টি নারকেল গাছ কেটে দিয়েছে এবং বাদবাকি ফলজ গাছগুলো শিকড়সহ উপড়ে ফেলেছে। তারা যে বেদখল করেছে তার যাতে কোন সাক্ষ্য না থাকে। এরপর তার বাড়ির উঠোনে ৪টি শক্তমক্ত বাড়ি তুলেছে সেটলাররা। এটা ব্যতিক্রম, অন্যান্য জায়গায় বেদখলের পর তারা যে ঘরগুলো তুলেছে সেগুলো এগুলোর মতো মজবুত নয় - চার খুঁটি বিশিষ্ট খুপড়ি। সেটলারদের পরিচয় জানা যায়নি।

১১। শান্তি বিকাশ চাকমা (৪৫) পীং মৃত অলা জিবুজ্যা চাকমা

হেডম্যানের কাছ থেকে বরাদ্দ পাওয়া ৩০ শতক জমির বিপরীতে তার কাগজপত্র রয়েছে। এছাড়া আনুমানিক ৪ একর জমিতে সে গত চার বছরে বিভিন্ন জাতে ফলের বাগান গড়ে তুলেছে। তার বাগানে রয়েছে কলাগাছ ৪০০টি, কমলা গাছ ৫০০টি, কাঁঠাল গাছ ২৫০টি। সে পরিবার পরিজন নিয়ে যে বাড়িতে থাকে সেটি সেটলাররা ভেঙে দিয়েছে। ফল গাছগুলো কেটে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। তার জমিতে সেটলাররা এখনো ঘর তুলেনি; তবে মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গেছে।

১২। মোহিনী মোহন চাকমা (৫৫) পীং মৃত হেমেন্দ্র চাকমা

হেডম্যানের কাছ থেকে বরাদ্দ পাওয়া ৩০ শতক জমির মালিকানা দলিল রয়েছে তার। এছাড়া আনুমানিক ৫ একরের মতো উঁচু ভূমিতে সে বিগত ৩০ বছর ধরে বাগান বাগিচা করে আসছে। তার এই পুরো ৫ একর জমি সেটলাররা জোরপূর্বক কেড়ে নিয়েছে। তার সৃজিত বাগানে রয়েছে আনারস গাছ ২৫০টি, কাঁঠাল গাছ ৫০০টি, আম গাছ ৪০টি, কলাগাছ ১০টি। এগুলো সব কেটে আগুন দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এরপর সেটলাররা সেখানে মোট ৯টি বাড়ি নির্মাণ করেছে। তাদের নাম জানা যায়নি।

১৩। শান্তি রঞ্জন চাকমা (৪৮) পীং অজ্ঞাত

হেডম্যান কর্তৃক বরাদ্দকৃত ৩০ শতকসহ তার দখলীয় জমির পরিমাণ আনুমানিক ৩ একর। এই এলাকায় সে ৩০ বছর ধরে পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করে আসছে। এ বছর সে তার পুরো জমিতে জুম চাষ করে। জুমের পাশাপাশি মিশ্র প্রজাতির ফলের বাগান গড়ে তোলার পরিকল্পনা ছিল তার। কিন্তু সেটলাররা তার পরিষ্কার করা জুমে ১৫টি বাড়ি নির্মাণ করেছে। তাদের পরিচয় জানা যায়নি।

১৪। ইন্দ্র কান্তি চাকমা (৪৫) পীং শিশিরে চাকমা

হেডম্যানের কাছ থেকে বরাদ্দ পাওয়া ৩০ শতক জমির বিপরীতে তার কাগজপত্র রয়েছে। এছাড়া তার দখলীয় জমি রয়েছে আনুমানিক ৩ একর। এই জমিতে সে জুম চাষ ও বাগান বাগিচা গড়ে তুলেছে। এ বছর সে নতুন করে আবার বিভিন্ন প্রজাতির ফলের গাছ লাগানোর উদ্যোগ নেয়। কলাগাছ লাগায় ৩০টি। কিন্তু সেটলাররা তার জমি বেদখল করে ইতিমধ্যে ৪টি বাড়ি নির্মাণ করেছে। সেটলারদের নাম জানা যায়নি।

১৫। এরেইচান চাকমা (৪৮) পীং অজ্ঞাত

হেডম্যান কর্তৃক বরাদ্দকৃত ৩০ শতক জমি ছাড়াও তার রয়েছে আনুমানিক ২ একর পাহাড়ি জমি যা সে বিগত ৪০ বছর ধরে ভোগ দখল করে আসছে। জমিতে সে জুম চাষ করতো। সে অত্যন্ত গরীব ও নিরীহ। টাকা পয়সার অভাবে ও পরিস্থিতির কারণে এত বছর সে বাগান সৃষ্টি করতে পারেনি। তবে এ বছর মিশ্র ফলের বাগান করার পরিকল্পনা ছিল তার। কিন্তু তার আগেই সেটলাররা তার জমি বেদখল করে ৬টি ঘর নির্মাণ করেছে। সেটলারদের পরিচয় জানা যায়নি।

৭ম পাতায় দেখুন

দিঘীনালার মেরুং নোয়াদামে ব্যাপক ভূমি বেদখল

৬ষ্ঠ পাতার পর

১৬। সিংহ চাকমা (৫৬) পীং অজ্ঞাত
হেডম্যানের কাছ থেকে বরাদ্দ পাওয়া ৩০ শতকসহ তার আনুমানিক ৫ একর উঁচু ভূমি রয়েছে। বিগত ৪০ বছর ধরে সে নোয়াপাড়ার এই জায়গায় বসবাস করে আসছে। তার গড়ে তোলা বাগানে রয়েছে কলাগাছ ২০০টি, আম গাছ ৫০টি, কাঁঠাল গাছ ১৫০টি। সেটলাররা এসব গাছ কেটে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে সাফ করে দিয়েছে। তার ঘর ভেঙে দিয়ে ঘরের চাল, বেড়া ও খুঁটি নিয়ে গিয়ে সেটলাররা তাদের বাড়ি নির্মাণ করেছে। সেটলাররা তার জমিতে মোট ২২টি ছোট ছোট ঝুপড়ি ঘর নির্মাণ করেছে। তাদের নাম জানা যায়নি।

১৭। সুশীল কান্তি চাকমা (৩৫) পীং শিশিরে চাকমা
হেডম্যানের বরাদ্দ দেয়া ৩০ শতকসহ তার দখলীয় জমির পরিমাণ মোট ৩ একর, তৃতীয় শ্রেণীর উঁচুভূমি। তারা বংশপরম্পরায় নোয়াপাড়ায় বসবাস করে আসছে। তার জন্মও হয় এখানে। তার মালিকানাধীন জমিতে সে জুম চাষের পর বাগান বাগিচা করার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু তার আগেই সেটলাররা তার জমি বেদখলপূর্বক ৬টি বাড়ি নির্মাণ করেছে।

১৮। লেহে চাকমা (৪৮) পীং শিশিরে চাকমা
তার দখলীয় জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ একর। এর মধ্যে হেডম্যান কর্তৃক বরাদ্দকৃত ৩০ শতক জমিও রয়েছে। ৪০ বছর ধরে সে এখানে বসবাস করে আসছে। সে প্রতি বছরের মতো এ বছরও তার জমিতে জুম চাষ করেছে। ৩০টি কলা গাছও রোপন করেছে। এছাড়া নতুন ফলজ বাগান করার পরিকল্পনা ছিল তার। সেটলাররা তার জমিতে ৪টি বাড়ি নির্মাণ করেছে।

১৯। আলোরাণী বাপ (৬২) পীং অজ্ঞাত
তার দখলীয় জমির পরিমাণ আনুমানিক ৩ একর। এর মধ্যে হেডম্যানের কাছ থেকে বরাদ্দ পাওয়া ৩০ শতক জমিও রয়েছে। সে বিগত ৫০ বছর ধরে ঐ জমিতে বসবাস ও চাষাবাদ করে আসছে। সে অত্যন্ত গরীব। বাগান বাগিচা গড়ে তুলতে পারেনি। তার জমিতে সেটলাররা মোট ৭টি বাড়ি নির্মাণ করেছে। তাদের নাম জানা যায়নি।

২০। যামিনী চাকমা (৪৫) পীং অজ্ঞাত
তার নামে হেডম্যান কর্তৃক বরাদ্দকৃত ৩০ শতক জমিসহ তার দখলীয় জমির পরিমাণ ২ একর। সে তার জন্ম থেকেই নোয়াপাড়ার এই জমিতে বসবাস করে আসছে। সে অত্যন্ত সহজ সরল ও গরীব। দিন মজুরী করে জীবন ধারণ করে। ফলে বাগানও গড়ে তুলতে পারেনি। তার জায়গায় সেটলাররা ৫টি বাড়ি নির্মাণ করেছে। সেটলাররা সবাই নতুন ও অপরিচিত।

২১। রনজিৎ চাকমা (৫৩) পীং মৃত সূর্যসেন চাকমা
হেডম্যানের কাছ থেকে বরাদ্দ পাওয়া ৩০ শতকসহ তার মোট দখলীয় জমির পরিমাণ ২ একর। জমির প্রকৃতি তৃতীয় শ্রেণী উঁচুভূমি। এ বছর সে তার বাড়িটি নতুন করে নির্মাণ করে। সেটলাররা তার এই বাড়িটি জোর করে দখল নিয়েছে এবং বসবাস করছে। এ ছাড়া তার জমিতে সেটলাররা ৬টি বাড়ি নির্মাণ করেছে। জমিতে তার লভ্য রোপন করা ২০০টি কলাগাছ রয়েছে।

২২। সুমন ঋষি চাকমা (২৮) পীং হিরণ কুমার চাকমা
হেডম্যান কর্তৃক বরাদ্দ দেয়া ৩০ শতকসহ তার দখলীয় জমির পরিমাণ আনুমানিক ৩ একর। জমিতে সে বিভিন্ন জাতের গাছের বাগান গড়ে তুলেছে। যেমন তার লাগানো কাঁঠাল গাছ রয়েছে ১১২টি, কলাগাছ ১২টি ও আনারস গাছ ৩০০টি। তার বাড়ি ও গাছ কেটে ধ্বংস করে সেটলাররা ৭টি বাড়ি নির্মাণ করেছে।

২৩। সুবাস বন্ধু তালুকদার (৫৫) পীং মৃত অনিল রঞ্জন তালুকদার
তার নামে বরাদ্দ ৩০ শতকসহ তার দখলীয় আনুমানিক ৩ একর জমিতে সে বাগিচা সৃষ্টি করে। সেটলাররা তার বাড়ির দরজা জানালা ভেঙে দিয়েছে। তার বাড়িটি দখল করে নিয়ে সেটলাররা রীতিমত বসবাস করছে। সৃজিত বাগানে রয়েছে কলাগাছ ৩০০টি, কাঁঠাল গাছ ২০টি, কাজু বাদাম গাছ ২০টি ও আম গাছ ১৫০টি। সেটলাররা সব গাছ কেটে পুড়ে ছাই করে দিয়েছে। তার জমিতে মোট ৭টি বাড়ি তুলেছে সেটলাররা। বেদখলকারী সেটলারদের মধ্যে যাদের নাম পাওয়া গেছে তারা হলো মোঃ আজিজ পীং মোঃ সুলতান গ্রাম মুসলিম ব্লক ইমাম পাড়া ও মোঃ আবুল পীং জালাল উদ্দীন গ্রাম এ ব্লক, পুরোনবস্তি, বাঘাইছড়ি দু-অর পাড়া।

২৪। পলাশ তালুকদার (৩০) পীং সুবাস তালুকদার
হেডম্যান কর্তৃক বরাদ্দকৃত ৩০ শতকসহ তার দখলীয় জমির পরিমাণ আনুমানিক ৩ একর। তার সৃজিত বাগানে রয়েছে কলাগাছ ৩৫০টি, কাঁঠাল গাছ ২০টি, কাজু বাদাম গাছ ৩০টি। সেটলাররা সব গাছ কেটে পুড়িয়ে দিয়েছে। তার জমিতে সেটলাররা মোট ৪টি ঘর তুলেছে।

২৫। সন্তোষ চাকমা (৫০) পীং সোনাধন চাকমা
হেডম্যানের কাছ থেকে বরাদ্দ প্রাপ্ত ৩০ শতকসহ তার দখলীয় জমির পরিমাণ আনুমানিক ৩ একর। বিগত চার বছরে কঠোর পরিশ্রম করে সে বাগান বাগিচা গড়ে তুলেছে। এখানে বলতে গেলে কারোর ধান্য জমি নেই। সবাই বাগান নির্ভর। সৃজিত বাগানের মধ্যে রয়েছে কলাগাছ ৩০০টি, কাঁঠাল গাছ ১৫টি ও আম গাছ ৫০টি। উক্ত ফলজ বাগানটি সেটলাররা কেটে পুড়ে ফেলে দিয়েছে। এরপর সেটলাররা সেখানে ৮টি বাড়ি নির্মাণ করেছে।

২৬। মনভোষ চাকমা (৪৮) পীং সোনাধন চাকমা
হেডম্যান কর্তৃক প্রদত্ত ৩০ শতকসহ তার দখলীয় জমির পরিমাণ ৪ একর। সে গত ৪ বছর অমানুষিক পরিশ্রম করে বাগান বাগিচা গড়ে তুলে। তার সৃজিত বাগানে রয়েছে কলাগাছ ৩৫০টি, কাঁঠাল গাছ ৯৫টি, আম গাছ ৬০টি, লিচু গাছ ১৪টি, কমলা গাছ ২২টি, আপেল বড়ই গাছ ৬টি, কাজু বাদাম গাছ ১৫টি। সেটলাররা সব গাছ কেটে ধ্বংস করে দিয়েছে। এছাড়া তার বাড়ি ভেঙে ১০০টি খুঁটি, ১৬টি ঢেউ টিন, শণ ও বাঁশের বেড়া দিয়ে দিয়ে সেটলাররা তাদের নিজেদের ঘর তুলেছে। তারা মোট ৭টি বাড়ি নির্মাণ করেছে।

২৭। সৌভাগ্য ধন চাকমা (৫২) পীং যতিন চাকমা
হেডম্যান কর্তৃক প্রদত্ত ৩০ শতকসহ তার দখলীয় জমির পরিমাণ আনুমানিক ১.৫ একর। গত চার বছরে সে উক্ত জমিতে ফলজ বাগান গড়ে তুলেছে। তার বাগানে রয়েছে কলাগাছ ১২০টি, কাঁঠাল গাছ ৬০টি ও আম গাছ ২০টি। সমস্ত বাগান ধ্বংস করার পর সেটলাররা সেখানে ৬টি নতুন বাড়ি নির্মাণ করে।

২৮। যতিশ চাকমা (৩৫) পীং অজ্ঞাত
হেডম্যান কর্তৃক প্রদত্ত ৩০ শতকসহ তার আনুমানিক ১.৫ একর পাহাড়ি জমি রয়েছে। গত চার বছরে সে তার জমিতে কলা গাছ লাগিয়েছে ৪০০টি ও কাঁঠাল গাছ ১০০টি। সব গাছ কেটে দিয়েছে সেটলাররা। এরপর তারা সেখানে ৪টি ঘর তুলেছে।

২৯। ভুবন মোহন চাকমা (৫০) পীং অজ্ঞাত
হেডম্যান কর্তৃক প্রদত্ত ৩০ শতকসহ তার দখলীয় জমি রয়েছে আনুমানিক ২ একর। গত চার বছরে সে তার জমিতে ৩০০টি কলাগাছ ও ১৫০টি কাঁঠাল গাছ লাগিয়েছে। বাগানটি ধ্বংস না করে সেটলাররা বাগানের মধ্যে ২টি বাড়ি নির্মাণ করেছে।

৩০। স্মৃতিময় চাকমা (৪৮) পীং সুমঙ্গি কুমার চাকমা
হেডম্যান থেকে প্রাপ্ত ৩০ শতকসহ তার দখলীয় জমির পরিমাণ ৩ একর। তার বাগানে রয়েছে ৩০০টি কলাগাছ, ৫০০টি কাঁঠাল গাছ, ৬০টি আম্বুয়া গাছ ও ৬০টি বেল গাছ। সেটলাররা সব গাছ কেটে পুড়ে ছাই করে দিয়েছে। এরপর সেখানে একটি সেটলার পরিবার ঘর তুলে বসবাস করছে।

৩১। দৈব চাকমা (৩৬) পীং অপালেন্দু চাকমা
হেডম্যান প্রদত্ত ৩০ শতকসহ তার দখলীয় জমির পরিমাণ ৩ একর। গত ৪ বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করে সে তার জমিতে বিশাল বাগান গড়ে তুলেছে। বাগানে রয়েছে কলাগাছ ৩০০টি ও কাঁঠাল গাছ ১৫০টি। সেটলাররা তার সৃষ্ট বাগানটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে এবং ২টি বাড়ি নির্মাণ করেছে।

লুটপাট
সেটলাররা অতুল জীবন চাকমা (৫০) পীং প্রেমলাল চাকমার বাড়ি থেকে ১০ কেজি চাল, ১২ ব্যান্ডের একটি রেডিও, একটি ছাতা চুরি করে নিয়ে যায়। এছাড়া লাস্টু চাকমা (৩২) পীং প্রীতিশ কান্তি চাকমার বাড়ি থেকে ১ বোতল মধু, ড্রাম একটি, কোদাল ২টি, বাতালি একটি দা ৩টি ও চাল ৫ কেজি নিয়ে যায়। মনভোষ চাকমা (৪৮) পীং সোনাধন চাকমার বাড়ি থেকে নিয়ে যায় ২০০টি বাঁশ (স্তূপীকৃত), রেডিও একটি, কোদাল একটি, কুড়াল ১টি ও হলুদ ৪ মন।

সাজেক পরিদর্শক দলের রিপোর্ট উপস্থাপনা ও আলোচনা অনুষ্ঠিত

গত ২২ মে সাজেক পরিদর্শক দল তাদের রিপোর্ট প্রকাশ উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। ঢাকসু ক্যাফেটেরিয়ার সামনে খোলা ময়দানে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন বিপ্লবী ঐক্য ফ্রন্টের আহ্বায়ক ও সাজেক পরিদর্শক দলের প্রধান মোশরেফা মিশু। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. আকমল হোসেন, গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান রিচার্স ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালক ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ড. সাঈদ ফেরদৌস ও সোসাইটি ফর এনভাইরনমেন্ট এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) এর গবেষক পার্থ শঙ্কর সাহা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাজেক পরিদর্শক দলের অন্যতম সদস্য উদিসা ইসলাম।

বিকেল সাড়ে চারটায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। মোশরেফা মিশু সাজেকে স্থানীয় সেনা সদস্যদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সেটলার কর্তৃক পাহাড়ি বসতিতে আগুন লাগিয়ে দেয়ার পর ২৭ এপ্রিল তাদের উক্ত এলাকা সফরের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন। গত ২০ এপ্রিল ঐ হামলার ঘটনা ঘটে। এতে পাহাড়িদের ৭৭টি বাড়ি, ১টি গীর্জা ও ২টি ইউনিসেফ পরিচালিত পাড়া কেন্দ্র পুড়িয়ে দেয়া হয়। এছাড়া পাহাড়িদের বাড়িঘরে চালানো হয় ব্যাপক লুটপাট। আহত হয় ৩ জন পাহাড়ি।

ড. আকমল হোসেন বলেন পাহাড়িদেরকে

বাম থেকে মেঘনা গুহঠাকুরতা, আকমল হোসেন, মোশরেফা মিশু, সাঈদ ফেরদৌস, পার্থ শঙ্কর সাহা ও উদিসা ইসলাম

তাদের নিজস্ব ভাষা বিলুপ্তির মাধ্যমে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র চলছে। তিনি বলেন "প্রাইমারী পর্যন্ত তাদের নিজস্ব ভাষায় শিক্ষা লাভের অধিকারকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে।" তিনি সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের মাতৃভাষাকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানান।

ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা বলেন সেনাবাহিনীর পার্বত্য চট্টগ্রামে থাকার কোন অধিকার নেই, কারণ তারা তাদের ক্যাম্পের ৩/৪ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে নিরাপত্তা দিতে পারে না। তারা জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতে পারে না। তিনি প্রশ্ন করেন যখন পাহাড়িদের ঘরবাড়ি সেটলাররা পুড়িয়ে দিচ্ছে, যখন তাদের ঘরবাড়ি দাউ দাউ করে জ্বলছে, তখন সেনাবাহিনী কিভাবে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? তিনি বলেন, "যে আর্মি জনগণের জান ও মাল রক্ষা করতে পারে না, তাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে থাকার কোন অধিকার নেই।"

সাঈদ ফেরদৌস সাজেক হামলাকে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর উপস্থিতিকে বৈধতা দানের অজুহাত সৃষ্টির প্রচেষ্টা হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন সেনাবাহিনীকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে তাদের অবস্থান পরিষ্কার করতে হবে। কেবল মাত্র অপরিচিত বহিরাগত সন্ত্রাসীর গায়ে দোষ চাপিয়ে সেনাবাহিনী সাজেক ঘটনায় তাদের দায় দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

পার্থ শঙ্কর সাহা সাজেক ঘটনাস্থল পরিদর্শনের ওপর তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন।

আলোচনা সভার পর হাকিয়ার নাট্যগোষ্ঠি "শিঙা" নাটক মঞ্চস্থ করে। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা নিপীড়ন ও নিরীহ জনগণের ওপর হামলার চিত্র তুলে ধরা হয়।

দিঘীনালার মেরুং নোয়াদামে ব্যাপক ভূমি বেদখল সংগঠিত প্রতিরোধ ছাড়া বিকল্প নেই

দিঘীনালা থানাধীন ১নং মেরুং ইউপির ৫৬ নং হাজাছড়া মৌজার নোয়াদামে (৪ নং ওয়ার্ড) ব্যাপক হারে ভূমি বেদখল হচ্ছে। জানা গেছে বাঘাইছড়ি উপজেলার বিডিআর-এর সেক্টর কমান্ডার লে: কর্নেল সাব্বির মোঃ আরিফ-এর নেতৃত্বে গত ৮ এপ্রিল ২০০৮ থেকে এই এলাকায় ব্যাপক হারে সেটলার বসানোর কাজ শুরু হয়।

নোয়াদামে বহু বছর ধরে ১৩৩ পরিবার পাহাড়ি বসবাস করে আসছে। এখানে তাদের বাগান বাগিচা ও কিছু আবাদী জমি রয়েছে। হঠাৎ জোরজবরদস্তিমূলকভাবে তাদের জায়গা জমির ওপর সেটলার বসানোর ফলে তারা হতবাক হয়ে পড়েছে। খোদ বিডিআর-এর লোকজন সেটলারদের পেছনে থাকায় পাহাড়ি ভূমি মালিকরা বড় ধরনের প্রতিবাদও করতে পারছে না। তার ওপর রয়েছে জরুরী অবস্থা। যে কাউকে সেনারা হাতে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে সন্ত্রাসী বানিয়ে জেলে ঢুকাতে পারে, শারীরিক নির্যাতন চালাতে পারে, মিথ্যা মামলায় ফাঁসাতে পারে। ফলে এ অবস্থায় যখন প্রতিদিন ঝাঁকে ঝাঁকে বহিরাগত সেটলার তাদের বহু পরিশ্রমে গড়ে তোলা বাগান বাগিচা কেটে সাবাড় করে দেয় এবং তারপর সেখানে ঘর নির্মাণ করে জায়গা জমি জবরদখল করে নেয়, তখন পাহাড়ি ভূমি মালিকদের অসহায়ের মতো ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। এক কথায় জোর যার, মুল্লুক তার অবস্থা বিরাজ করছে এখন দিঘীনালা তথা পার্বত্য চট্টগ্রামে। গায়ের জোরে আইন আদালতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পাহাড়িদের জমি কেড়ে নেয়া হচ্ছে। এমন অন্যায় অবিচার পৃথিবীতে খুব কমই হয়েছে।

৯ এপ্রিল ২০০৮ নোয়াদামের প্রশিক্ষণ টিলার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিডিআর-এর ওয়ারেন্ট অফিসার রাজ্জাকের কাছে ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে আপত্তি ও অভিযোগ জানানো হয়। তাকে প্রশ্ন করা হয় কিভাবে তার চোখের সামনে সম্পূর্ণ জোরপূর্বক সেটলাররা পাহাড়িদের জায়গা-জমি কেড়ে নিতে পারে। সে জানায় "এটা উপরের নির্দেশ, আমার কোন কিছু করার নেই।"

এমনও ঘটনা ঘটেছে যেখানে উচ্ছেদমূলকভাবে পাহাড়িদের বাড়ির ঘরবাড়ি ভেঙে দিয়ে সেই বাড়ির খুঁটি, টিন, বাঁশ ও

৫ম পাতায় দেখুন

বিভিন্ন স্থানে নিরীহ পাহাড়ি আটক

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনীর সদস্যরা কমপক্ষে ১০ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করেছে।

গত ৬ মে মহালছড়ি জোনের সেনারা কালাপাহাড় থেকে অনন্ত চাকমা (২৪) পীং সারদা চাকমা ও লেমুছড়ি গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে প্রেম চাকমা (২০) পীং বসু চাকমাকে আটক করে।

রাঙামাটিতে জুরাছড়ি ক্যাম্পের ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ নিজাম ৭ মার্চ ইউপিডিএফ-কে সহযোগিতা করার অভিযোগে টিএন্ডটি এলাকা থেকে তরুণ বিকাশ চাকমা (৩৬) ও সুখজিৎ চাকমাকে (৩৮) আটক করে। পরে সুখজিৎ চাকমাকে ছেড়ে দেয়া হলেও তরুণ বিকাশ চাকমাকে চাঁদাবাজির মিথ্যা মামলায় জেলে দেয়া হয়। ৫ মে জুরাছড়ির ফকিরছড়া ক্যাম্পের মেজর তানভির নিরঞ্জন চাকমাকে ক্যাম্পে ডেকে আটক করে। এরপর ফকিরছড়া গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে রূপায়ণ চাকমা (২৩) ও পরদিন ফকিরছড়া বাজারে যাওয়ার সময় লাম্বা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। এছাড়া ৩০ মার্চ দুমদুমি ইউনিয়নে এক গ্রামবাসী ও ৩১ মার্চ মন্দিরছড়ায় এক ইউপিডিএফ সদস্য, বড় পানছড়ি থেকে ১ জেএসএস সদস্যকে আটক করা হয়।